



ভোজ্য তেলে আমদানি শুল্ক কমলো

নয়াদিগ্লি: আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাব দেশের বাজারে কমাতে প্রধান আমদানিকৃত অপরিশোধিত ভোজ্য তেলের ওপর মূল শুল্ক কমাল কেন্দ্র। অপরিশোধিত সূর্যমুখী তেলের বেসিক কাস্টমস ডিউটি ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য করা হয়েছে। অপরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেলের ক্ষেত্রে শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে আমদানিকৃত ভোজ্য তেলের খরচ কমবে এবং তার সুফল খুচরো বাজারে পৌঁছাবে বলে আশা করছে সরকার।

একইসঙ্গে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত ভোজ্য তেলের মধ্যে আমদানি শুল্কের ১৯.২৫ শতাংশ ব্যবধান বজায় রাখা হয়েছে। এর ফলে দেশের পরিশোধন শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি পরিশোধিত ভোজ্য তেলের অতিরিক্ত আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা যাবে বলে মনে করছে সরকার। আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে ভারতে আমদানি করা তেলের খরচ এবং খুচরো বাজারের দামও বেড়েছে। আমদানি শুল্ক আমদানিকৃত ভোজ্য তেলের মোট খরচের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ায় শুল্ক কমানোর মাধ্যমে আমদানির খরচ কমবে। সরকারের মতে, এর ফলে সরবরাহ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে শুল্ক হ্রাসের সুফল ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি হবে। খাদ্যপণ্যের দাম এবং *দ্বিতীয় পাতায়*

নিরাপত্তায় নয়া কৌশল

নয়াদিগ্লি: দেশের জাতীয় নিরাপত্তাকে শুধুমাত্র সীমান্ত সুরক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না বলে মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর বক্তব্য, ড্রোন ও চালকবিহীন আকাশযান, সাইবার হামলা, একাকী হামলাকারীর আক্রমণ এবং ভুয়ো তথ্যপ্রচার থেকে শুরু করে অর্থনীতি ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর আঘাত— আধুনিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের পরিধি অনেক বিস্তৃত। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকার প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি জোরদারে একটি সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করেছে বলে জানান তিনি। ২৪ সেপ্টেম্বর নয়াদিগ্লিতে একটি প্রতিরক্ষা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, জাতীয় নিরাপত্তাকে কেবল ভৌগোলিক সীমান্ত রক্ষার বিষয় হিসেবে দেখা হলে তা ‘পেরিমিটার ফ্যালাসি’-তে পরিণত হয়। আধুনিক যুদ্ধে প্রচলিত অস্ত্রের পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর নানা নতুন ক্ষেত্র যুক্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও জ্বালানি নিরাপত্তাও জাতীয় নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারতীয় ঐতিহ্যে শক্তি ও শান্তিকে কখনও পরস্পরবিরোধী হিসেবে দেখা হয়নি। স্বাধীনতার পর একাধিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, বাস্তব পরিস্থিতি ও জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করেই নিরাপত্তানীতি তৈরি করতে হয়। তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের নিরাপত্তা ভাবনায় এই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট হয়েছে। রাজনাথ সিং বলেন, ভারতের কাছে যুক্তির শক্তি এবং শক্তির যুক্তি—দুই ধরনের সক্ষমতাই রয়েছে। কূটনীতির মাধ্যমে বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে কাজ করার পাশাপাশি সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় দেশের প্রতিরক্ষা

ও কৌশলগত সক্ষমতাও বাড়ানো হচ্ছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বাল্যকোট বিমান হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ করে তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থ, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ভারতের রয়েছে। ভারত শান্তিপ্রিয় দেশ হলেও দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে বলে জানান তিনি। কূটনীতি এবং সামরিক সক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্যের ওপরও জোর দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতি ছাড়া কেবল কূটনীতির ওপর নির্ভরতা দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আবার কূটনৈতিক উদ্যোগ ছাড়া সামরিক শক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা সংঘাত ও নিরাপত্তাজনিত অনিশ্চয়তা বাড়তে পারে। তাই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরে রাজনাথ সিং সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলেন। কোয়াডের মাধ্যমে আবাহ, উন্মুক্ত ও নিয়মিতিক ইন্দো-প্যাসিফিক গড়ে তোলার পাশাপাশি আইটু-ইউটু, বিমসটেক, ব্রিকস এবং সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের মতো বহুপাক্ষিক মঞ্চে ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর মতে, কৌশলগত অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের কূটনৈতিক পরিসরও বাড়ানো হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের নীতির প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, পারমাণবিক হুমকিকে ভারত আর

মেনে নেবে না। সন্ত্রাসবাদ ও আলোচনা এবং সন্ত্রাসবাদ ও বাণিজ্য একসঙ্গে চলতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পাকিস্তানের মাটি থেকে উৎপন্ন যে কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলাকে ভারতের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধের কাজ’ হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে বলে জানান রাজনাথ সিং। অর্থনৈতিক শক্তি ও সামরিক শক্তিকে রাষ্ট্রের সামগ্রিক সক্ষমতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর দাবি, ভারতের অর্থনীতি বর্তমানে ৭.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশ বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে প্রায় ২.৫০ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা বাজেট বেড়ে ৭.৮৫ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে বলেও জানান তিনি। একই সময়ে প্রতিরক্ষা উৎপাদন সর্বকালীন সর্বোচ্চ প্রায় ১.৮০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে বলে তাঁর দাবি। আধুনিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে ‘টেরেন’, ‘টেকনোলজি’ এবং ‘থিংকিং’—এই তিনটি ‘টি’-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ড্রোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, ইলেকট্রনিক যুদ্ধ, মহাকাশ এবং কোয়ান্টাম প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে দেশীয় সক্ষমতা তৈরির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। রুস্তম, ঘাতক এবং নাগাস্ত্রের মতো দেশীয় চালকবিহীন আকাশযানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতের ড্রোন যুদ্ধের সক্ষমতারও প্রদর্শন হয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তৈরি করা হচ্ছে ‘সুদর্শন চক্র’-এর কথাও উল্লেখ করেন তিনি। ‘ডিজাইন ইন ইন্ডিয়া’, ‘ডেভেলপ ইন ইন্ডিয়া’

এবং ‘ম্যানুফ্যাকচার ইন ইন্ডিয়া’—এই ভাবনাকে সামনে রেখে প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উৎপাদনে আত্মনির্ভরতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান রাজনাথ সিং। তাঁর বক্তব্য, ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে প্রায় ১৩,৭০০ কোটি টাকা থেকে প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়নে বরাদ্দ বেড়ে বর্তমানে ২৯,০০০ কোটিরও বেশি হয়েছে। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন বাজেটের ২৫ শতাংশ শিল্প, স্টার্ট-আপ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রে লাইসেন্স সংক্রান্ত নিয়ম সরল করা হয়েছে এবং প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় দেশীয় ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর দাবি, এখনও পর্যন্ত ১০টিরও বেশি ইতিবাচক স্বদেশীকরণ তালিকায় ৫,৫০০টিরও বেশি সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা বা ডিআরডিও-র তৈরি প্রচলিত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার প্রযুক্তি ভারতীয় শিল্পের কাছে হস্তান্তর এবং গবেষণাকে এগিয়ে নিতে ১৫টি শিল্প-শিক্ষা উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। দেশীয় প্রতিরক্ষা সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিরক্ষা শিল্প করিডর গড়ে তোলা হয়েছে। একইসঙ্গে বড় প্রতিরক্ষা সংস্থার পাশাপাশি স্টার্ট-আপ এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পকেও প্রতিরক্ষা উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে বলে জানান রাজনাথ সিং। ‘সৃজন ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট এমপাওয়ারমেন্ট প্ল্যাটফর্ম’-এ এখনও পর্যন্ত ৪১ হাজারেরও বেশি সরবরাহকারী এবং ২.৭ লক্ষের বেশি পণ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে বলে জানান তিনি। সেনা জওয়ানদের কল্যাণের *দ্বিতীয় পাতায়*

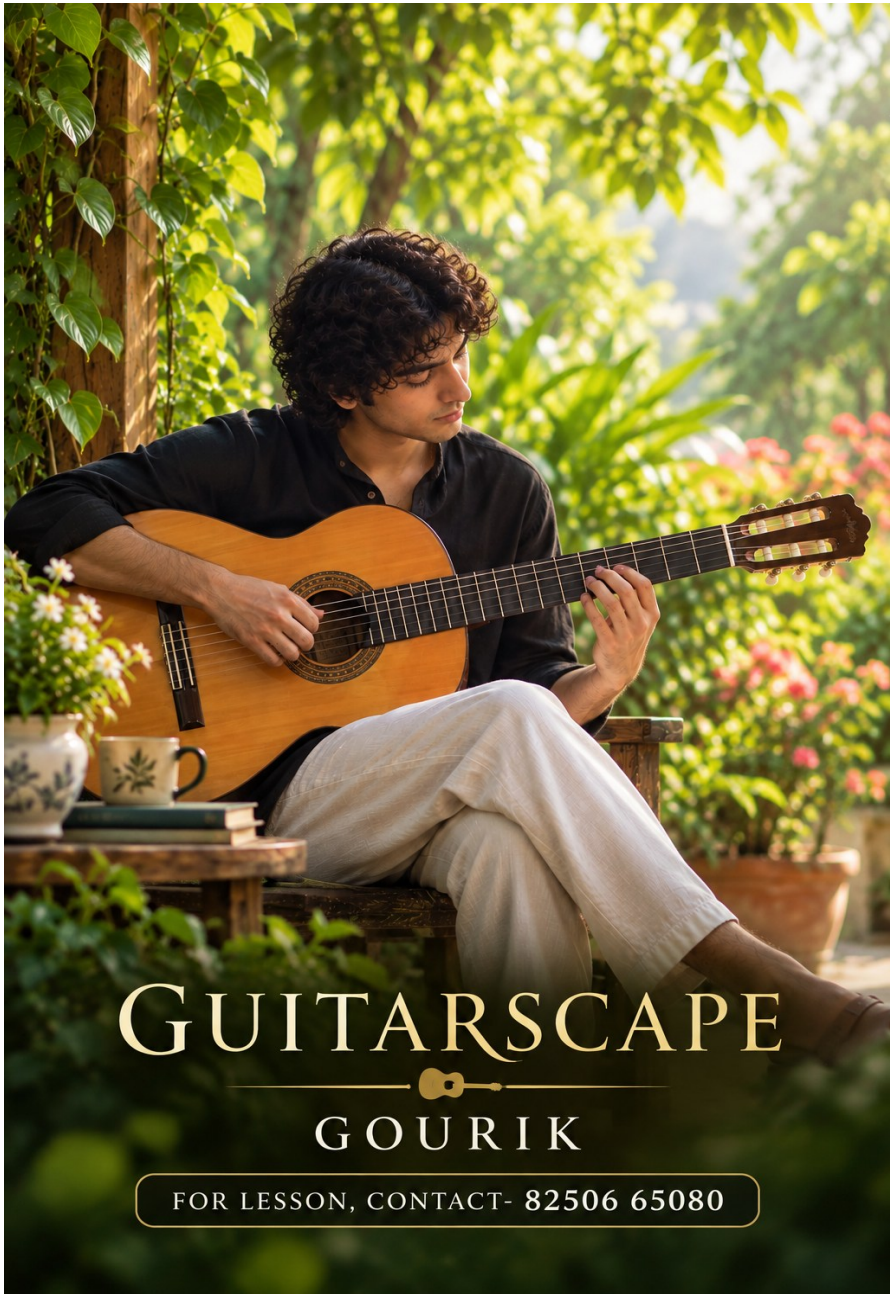
দুধ বহির্ভূত পণ্যের পনির নামে নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিগ্লি: দুধ থেকে তৈরি নয় এমন পণ্যকে ‘পনির’ নামে বাজারজাত করে ক্রেতাদের বিভ্রান্তি ঠেকাতে নতুন নিয়ম আনার প্রস্তাব দিল খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নিয়ামক সংস্থা এফএসএসএআই। ২০১১ সালের খাদ্য নিরাপত্তা ও মান সংক্রান্ত বিধিতে সংশোধনের জন্য খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। প্রস্তাব কার্যকর হলে দুধ থেকে প্রাপ্ত উপাদান দিয়ে তৈরি নয় এমন কোনও পণ্যের নাম, লেবেল বা বিপণনে ‘পনির’ শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। খসড়া সংশোধনীর ২০১১ সালের ‘ফুড সফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস (প্রোহিবিশন অ্যান্ড রেস্ট্রিকশনস অন সেলস) রেগুলেশনস’-এর ২.১.১ নম্বর বিধির অধীনে ‘দুধ থেকে প্রাপ্ত নয় এমন উপাদান দিয়ে তৈরি পনির’-কে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ‘অ্যানালগ ইন ডেয়ারি কনটেক্সট’ শ্রেণিতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা নথিভুক্ত পণ্যগুলিকেও এই সংশোধনের আওতায় আনা হবে। প্রস্তাব অনুযায়ী, ওই শ্রেণির পণ্যগুলিকে তাদের নামকরণ, লেবেল এবং বিপণনে ‘পনির’ শব্দের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এর ফলে কোনও খাদ্যপণ্যের প্রকৃতি ও উপাদান সম্পর্কে ক্রেতাদের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছাবে এবং তাঁরা পণ্য কেনার সময় সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন বলে জানিয়েছে এফএসএসএআই। এফএসএসএআই-এর এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হল দুধজাত পণ্য এবং দুধ-বহির্ভূত উপাদান দিয়ে তৈরি সমজাতীয়

পণ্যের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করা। পণ্যের নাম ও উপস্থাপনা যাতে তার প্রকৃত উপাদান ও চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনের প্রস্তাব আনা হয়েছে। তবে এটি এখনও চূড়ান্ত নিয়ম নয়। খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এফএসএসএআই সাধারণ মানুষ এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছ থেকে আপত্তি ও পরামর্শ চেয়েছে। সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের ৬০ দিন পূর্ণ হওয়ার পর পাওয়া মতামত ও আপত্তিগুলি বিবেচনা করা হবে। আপত্তি বা পরামর্শ এফএসএসএআই-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী অধিকারিকের কাছে পাঠানো যাবে। নয়াদিগ্লির এফডিএ ভবন, কোটলা রোডের ঠিকানায় লিখিতভাবে মতামত পাঠানোর পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট ই-মেইল ঠিকানাতেও তা জমা দেওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদনের ভিত্তিতে খাদ্য নিরাপত্তা ও মান আইন, ২০০৬-এর অধীনে এই খসড়া সংশোধনী প্রকাশ করেছে এফএসএসএআই। মূল খাদ্য নিরাপত্তা ও মান সংক্রান্ত ‘প্রোহিবিশন অ্যান্ড রেস্ট্রিকশনস অন সেলস’ বিধি ২০১১ সালে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিকবার তাতে সংশোধন আনা হয়েছে। সংস্থার মতে, খাদ্যপণ্যের নাম, লেবেল এবং বিপণন-উপস্থাপনার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলে ক্রেতারা পণ্যের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা পাবেন।

এশিয়ান গেম

নয়াদিগ্লি: এশিয়ান গেমসে বৃহস্পতিবার ভারতের পদক তালিকায় যোগ হল আরও পাঁচটি পদক। মহিলাদের ১০,০০০ মিটার দৌড়ে সীমা ব্রোঞ্জ জিতেছেন। পুরুষদের ব্যাডমিন্টন দলও ব্রোঞ্জ পেয়েছে। শুটিংয়ের স্কিট মিক্সড টিম ইভেন্টে প্যারিনাজ ধালিওয়াল ও অনন্তজিৎ সিং নারুকা ব্রোঞ্জ জিতে এই ইভেন্টে এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রথম পদক এনে দিয়েছেন। মহিলাদের ৬০ কেজি সান্দা বিভাগে রুপো পেয়েছেন নাওরেম রোশিবিনা দেবী। পুরুষদের ডাবল স্কেলসে সতনাম সিং ও সলমন খান জিতেছেন ব্রোঞ্জ। মহিলাদের ১০,০০০ মিটার ইভেন্টে সীমার ব্রোঞ্জ পদককে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে এক্স-এ প্রকাশিত বার্তায় বলা হয়েছে, বহু বছর পর এই ইভেন্টে ভারত পদক পেল। সীমার দৃঢ় পারফরম্যান্স, সহনশীলতা, শৃঙ্খলা এবং দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের প্রশংসা করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পুরুষদের ব্যাডমিন্টন দলের ব্রোঞ্জ পদক নিয়েও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, দলের খেলোয়াড়দের আবেগ, কঠোর পরিশ্রম এবং পুরো প্রতিযোগিতায় লড়াইয়ের মানসিকতা এই সাফল্যের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। স্কিট মিক্সড টিম ইভেন্টে প্যারিনাজ ধালিওয়াল ও অনন্তজিৎ সিং নারুকার ব্রোঞ্জ ভারতের জন্য ঐতিহাসিক। এই ইভেন্টে এশিয়ান গেমসে এটিই ভারতের প্রথম পদক। দুই শুটারের সাফল্যকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, এই পদক আগামী দিনে আরও সাফল্যের পথ তৈরি করবে।





সম্পাদকীয়

নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্থু ও বিবেক যোশী গত দশ মাসে অন্তত ১৪ বার কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন। ভোটার তালিকা, নতুন ভোটার সংক্রান্ত ফর্ম এবং ভোটার তথ্যভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েও তাঁদের আপত্তির কথা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

মতভেদ নিয়ে আপত্তির কারণ নেই। বহুসদস্যের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে ভিন্নমত নথিভুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকা স্বাভাবিক। নির্বাচন কমিশন নিজেও জানিয়েছে, লিখিত নোট, পর্যবেক্ষণ, কারিগরি পরামর্শ এবং অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা কমিশনের স্বাভাবিক কাজের অংশ। একই সঙ্গে কমিশনের বক্তব্য, এসআইআর-সহ সমস্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পূর্ণ কমিশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। সমস্যার জায়গাটি অন্যত্র। *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভোটার তথ্যভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে দুই নির্বাচন কমিশনার ক্যাবিনেট সচিবের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এখানেই সাংবিধানিক মর্যাদা ও প্রশাসনিক কাঠামোর সীমারেখার প্রশ্নটি সামনে আসে। ক্যাবিনেট সচিব কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর শীর্ষস্থানীয় সমন্বয়কারী আধিকারিক। সরকারি কাজের বণ্টন নথিতেও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে ক্যাবিনেট, ক্যাবিনেট কমিটি এবং নির্বাচন কমিশন-সংক্রান্ত কাজের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনারের পদ সরাসরি সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠিত। এই অনুচ্ছেদেই নির্বাচন কমিশনের উপর সদসদ ও রাজ্য বিধানসভা-সহ সাংবিধানিক

নির্বাচনগুলির তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত করা হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের সাংবিধানিক কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। এখন প্রশ্নটি হল, একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য যখন নিজের প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কার্যপ্রণালী নিয়ে গুরুতর আপত্তি তুলছেন, তখন সেই অভিযোগের প্রাথমিক গন্তব্য কি প্রশাসনিক কাঠামোর শীর্ষ পদ হওয়া উচিত? বিশেষত যখন সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক পদাধিকারীদের অভিযোগ রাষ্ট্রপতি বা বিচারিক পরিসরের মতো সাংবিধানিক পথের মাধ্যমে তোলার বিষয়টিও বিবেচনায় আসতে পারে। দুই কমিশনারের এহেন কার্যকলাপে সাংবিধানিক শিষ্টাচার ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বাভাবিক্যের প্রশ্নটি থেকেই যায়। মতভেদ গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অঙ্গ। কিন্তু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সেই মতভেদ প্রকাশ ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও একটি প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা থাকা প্রয়োজন। সংবিধান প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা দিয়েছে; সেই স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বও প্রতিষ্ঠানের ভিতরের প্রত্যেক সাংবিধানিক পদাধিকারীর। নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ভারতের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের মর্যাদা ও সীমারেখা কতটা রক্ষা করতে পারে, সেই বৃহত্তর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সেই প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে, রাজনৈতিক ফায়দা তোলার যে খেলা ভারতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সম্প্রতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তা বেদনাদায়ক। এই ঘটনা আরেকটি বিষয়কেও নির্দেশ করে। দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে সংবিধান সংক্রান্ত শিক্ষার অভাব। ভারতের মতো বহুমতবাদী একটি দেশের মূল শুল্ক সংবিধানকে যত শীঘ্র সম্ভব জনগণের কাছে তুলে ধরে প্রয়োজন। নইলে আগামীদিনে, সুবিধেবাদী রাজনৈতিক শ্রেণির যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

আখ থেকে বায়োপ্লাস্টিক, ই-৩’র আওতায় উৎপাদন

নয়াদিল্লি: আখ-সহ পুনর্নবীকরণযোগ্য জৈব সম্পদ ব্যবহার করে পলিল্যাকটিক অ্যাসিড বা পিএলএ-ভিত্তিক জৈবভিত্তিক পচনশীল প্লাস্টিকের বাণিজ্যিক ব্যবহারের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল ভারতে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূবিজ্ঞান এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে এই উদ্যোগের সূচনা করেন। কেন্দ্রের ‘বায়ো-ই৩—বায়োটেকনোলজি ফর ইকোনমি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট’ কাঠামোর আওতায় বালরামপুর চিনির উদ্যোগে এই প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জৈবপ্রযুক্তি শিল্প গবেষণা সহায়তা পরিষদ বা বিআইআরএস-র মাধ্যমে ৭৫ কোটি টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছে। এই অর্থে উত্তরপ্রদেশের কুন্ডি এলাকায় বালরামপুর চিনি মিলসের সমন্বিত উৎপাদন পরিকাঠামোয় বছরে ১০০ টন ক্ষমতার পরীক্ষামূলক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। সেখানে পিএলএ এবং বিভিন্ন কো-পলিমার প্রযুক্তির উন্নয়ন ও পরবর্তী পর্যায়ে বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তির বিস্তার নিয়ে কাজ হবে।

জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই উদ্যোগ ভারতের বায়োইকোনমির যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ না থেকে জৈবপ্রযুক্তি এখন বাণিজ্যিক পণ্য, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান তৈরির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে ভারতের বায়োইকোনমির পরিমাণ যেখানে প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল, তা বর্তমানে প্রায় ১৯৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। আগামী পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক সক্ষমতাকে বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর পণ্য ও প্রযুক্তিতে রূপান্তরের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে জানান তিনি। পিএলএ প্রকল্প ভারতের জৈব সম্পদের ওপর ভিত্তি করে নতুন মূল্যশৃঙ্খল তৈরির সুযোগ তৈরি করবে বলেও জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, দেশীয় বৈজ্ঞানিক সক্ষমতার সঙ্গে শিল্প উৎপাদনকে যুক্ত করে পরিবেশগত সমস্যার মোকাবিলার পাশাপাশি উচ্চমূল্যের সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব। এর মাধ্যমে বিশ্বে

পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের দিকে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে, তাতেও ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

‘বর্জ্য থেকে সম্পদ’ বা ‘ওয়াস্ট টু ওয়েলথ’ ভাবনার ওপর বিশেষ জোর দেন জিতেন্দ্র সিং। তিনি বলেন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ ও বর্জ্য উৎপন্ন হয়। সেই কারণে স্থানীয় সম্পদকে কার্যকর পণ্যে রূপান্তরের জন্য অঞ্চলভিত্তিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে পাওয়া সম্পদকে সম্পদে পরিণত করা গেলে আঞ্চলিক অর্থনীতিতেও নতুন সুযোগ তৈরি হবে। তিনি বলেন, যাকে বর্জ্য হিসেবে দেখা হয়, তার মধ্যেও যথেষ্ট মূল্য থাকতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সেই মূল্যকে কাজে লাগানো সম্ভব। জৈব সম্পদ, পুনর্ব্যবহার এবং বায়োমাস রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভারতের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কার্যকর প্রযুক্তি তৈরিতে সহায়তা করতে পারে বলে জানান তিনি।

গবেষণাকে দ্রুত বাণিজ্যিক ব্যবহারের দিকে নিয়ে যাওয়ার ওপরও জোর দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, পরীক্ষাগার থেকে বাজারে প্রযুক্তি পৌঁছতে পরীক্ষামূলক উৎপাদন কেন্দ্র, প্রযুক্তির কার্যকারিতা যাচাই, দক্ষ কর্মী এবং শিল্পের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। প্রস্তাবিত পিএলএ কেন্দ্রটি উচ্চমূল্যের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের পলিমার তৈরির পাশাপাশি দক্ষ কর্মী প্রশিক্ষণ এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তৈরির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

১০০ টন বার্ষিক ক্ষমতার এই পরীক্ষামূলক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রে বিশেষ ধরনের পিএলএ এবং উন্নত পিএলএ কো-পলিমার তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রযুক্তির অর্থনৈতিক কার্যকারিতা যাচাই, উৎপাদন প্রক্রিয়ার জ্ঞান তৈরি, পণ্যের উন্নয়ন, ক্রেতার প্রয়োজন অনুযায়ী পরীক্ষা, প্রযুক্তির দেশীয়করণ এবং পরবর্তী পর্যায়ে বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি গড়ে তোলা হবে। শিল্প, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা সংস্থার মধ্যে সহযোগিতাও এই কেন্দ্রের মাধ্যমে বাড়বে।

নেতানিয়াহুর দূরত্ব স্পষ্ট

নিউইয়র্ক: রাষ্ট্রসভেঘর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর এবারের যুক্তরাষ্ট্র সফর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। গত বছর প্রায় এক সপ্তাহের সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তিনি। এবার নিউইয়র্কে আট ঘণ্টারও কম সময় কাটিয়ে ইজরায়েলে ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে নেতানিয়াহুর। সফরসূচিতে কোনও মার্কিন আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকের উল্লেখ না থাকায় ওয়াশিংটন-তেল আভিভ সম্পর্কের বর্তমান টানাপোড়েন নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নেতানিয়াহুর দফতর জানিয়েছে, সফরে তিনি ‘ন’টি দেশের নেতার সঙ্গে বৈঠক করবেন। তাঁদের মধ্যে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, পানামা, ইথিওপিয়া ও কলম্বিয়ার নেতৃত্ব রয়েছেন। এছাড়া গ্রিস, স্লোভেনিয়া এবং পাপুয়া নিউ গিনির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করার ক্ষেত্রে ইজরায়েল সাম্প্রতিক সময়ে গুরুত্ব দিয়েছে। গাজা যুদ্ধ এবং পশ্চিম তীরে ইজরায়েলি বসতি সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে ইউরোপের কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী অংশীদারের সঙ্গে তেল আভিভের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই এই কূটনৈতিক তৎপরতা চলছে। ওয়াশিংটনে ইজরায়েলের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মাইকেল ওরেন রয়টার্সকে বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে কোনও ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর

যুক্তরাষ্ট্র সফরের ঘটনা তাঁর মনে পড়ছে না। তাঁর মতে, ইজরায়েলের ২৭ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের আগে এই পরিস্থিতি নেতানিয়াহুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে নেতানিয়াহুর দফতরের বক্তব্য, একাধিক বিশ্বনেতা তাঁর সঙ্গে বৈঠকের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সময়ের সীমাবদ্ধতা এবং ইহুদি উৎসব সুক্কোতের আগে ইজরায়েলে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনেই সব বৈঠক করা সম্ভব হয়নি। ট্রাম্প তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে নেতানিয়াহুর সঙ্গে আটবার বৈঠক করেছেন। তাঁদের সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল জুলাইয়ে। ফেব্রুয়ারিতে ইরানকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া যুদ্ধে দু’দেশের অবস্থান ঘনিষ্ঠ থাকলেও পরবর্তী সময়ে ওয়াশিংটন ও তেল আভিভের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। যুদ্ধ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেন ট্রাম্প। জুনে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী সমঝোতা হয়েছিল, যার বিরোধিতা করেছিল ইজরায়েল। কয়েক সপ্তাহ পর সেই সমঝোতা ভেঙে যায়। এদিকে গাজা যুদ্ধের পর ইজরায়েলের প্রতি মার্কিন জনসমর্থন কমেছে বলে বিভিন্ন জরিপে উঠে এসেছে, বিশেষ করে ডেমোক্রেটদের মধ্যে। একই সময়ে গাজা যুদ্ধ এবং পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণের কারণে ইজরায়েল আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে চাপের মুখে রয়েছে। চলতি মাসে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও কানাডা পশ্চিম তীরের ইজরায়েলি বসতিকে লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রসভেঘর অধিবেশনে মধ্যপ্রাচ্যের

নিরাপত্তা নিয়েও জোরালো আলোচনা হয়েছে। প্রায় ৮০টি দেশ হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে এবং ইরান ও তাদের মিত্র হুথিদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগ তুলেছে। বাহরাইনের বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লাতিফ বিন রশিদ আল জায়ানি রাষ্ট্রসভেঘ ওই যৌথ বিবৃতি পাঠ করেন। বিবৃতিতে হুথিদের ইয়েমেনে ফের সংঘাতে জড়ানো এবং সৌদি আরবের উপর হামলারও নিন্দা করা হয়েছে। ইরান ও হুথিরা অবশ্য নিজেদের পদক্ষেপকে প্রতিরক্ষামূলক বলে দাবি করে আসছে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনে সম্ভাব্য নির্বাচন নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস জানিয়েছেন, আগামী ২৮ নভেম্বর আইনসভা নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রায় দুই দশক পর এই নির্বাচন হওয়ার কথা। তবে নির্বাচন বাস্তবায়ন নিয়ে ফাতাহর অন্দরেই সংশয় রয়েছে। গাজায় ব্যালট বাক্স, নির্বাচনী কাগজপত্র ও কালি প্রবেশের অনুমতি ইজরায়েল দেবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এখনও ফাতাহ নির্বাচনের প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করেনি। ফিলিস্তিনি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন শনিবার থেকে প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণ শুরু করার কথা জানিয়েছে।

হামাস জানিয়েছে, তারা নির্বাচনে অংশ নেবে। আব্বাসের ফাতাহর বিরুদ্ধে জোট গঠনের জন্য অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনাও চালাচ্ছে তারা।

নয়া কৌশল

প্রথম পাতার বাকি অংশ

বিষয়টিও তাঁর বক্তব্যে গুরুত্ব পায়। প্রাক্তন সেনাকর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য ইসিএইচএস পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং ‘স্পর্শ’ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সঠিক পেনশনভোগীকে সঠিক সময়ে সঠিক পেনশন দেওয়ার উদ্যোগের কথা জানান তিনি। বহু বছর ধরে অপেক্ষায় থাকা ‘ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন’ বাস্তবায়নের কথাও উল্লেখ করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। চলতি মাসে ‘সেনা মেডেল’প্রাপ্ত সমস্ত জওয়ান এবং তাঁদের পরিবারের নির্বাচিত সদস্যদের জন্য আজীবন বিনামূল্যে ট্রেনযাত্রার সুবিধা চালুর কথাও জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, দেশের শাস্ত্র বাহিনীর সাহস, আত্মত্যাগ ও পরিষেবার স্বীকৃতি তাঁদের কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমেও দিতে হবে। পাশাপাশি, রাজনাত্য এদিনের সভা থেকে দেশের বীর সেনানীদের আত্মত্যাগের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তাঁর মতে, সেনাদের সময়মার্মিক প্রতিক্রিয়ায় দেশের আপামর জনগণ সুরক্ষিত রয়েছে। সেই সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁরা শ্রদ্ধার্থ।

শুল্ক কমলো

প্রথম পাতার বাকি অংশ

সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমাতেও এই পদক্ষেপ সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশীয় পরিশোধন শিল্পকে উৎসাহ দিতে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তেলের মধ্যে নির্দিষ্ট শুল্ক ব্যবধান বজায় রাখা হয়েছে। এর ফলে দেশের পরিশোধন ক্ষমতার ব্যবহার বাড়বে এবং পরিশোধিত ভোজ্য তেলের ওপর অতিরিক্ত আমদানিনির্ভরতা কমেবে বলে সরকারের বক্তব্য। একইসঙ্গে দেশে মূল্য সংযোজনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দেশীয় পরিশোধন সংস্থাগুলির জন্য তুলনামূলকভাবে সমতাবিত্তিক বাজার তৈরি হবে। শুল্ক কমানোর সুফল যাতে সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয়, তার জন্য ভোজ্য তেল সংস্থাগুলি ও শিল্পের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের পৃথক পরামর্শও দিয়েছে সরকার। আমদানি ব্যয় কমার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অবিলম্বে ডিস্ট্রিবিউটরদের জন্য বিক্রয়মূল্য এবং সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য বা এমআরপি সংশোধনের অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে তাদের সদস্যদেরও দ্রুত দাম কমানোর জন্য নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ভোজ্য তেলের বাজার এবং দেশের খুচরো দামের গতিবিধির ওপর সরকার নজর রাখবে। ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষার পাশাপাশি ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যবস্থা নেবে কেন্দ্র।

স্বদেশি মাইক্রো জিপিইউ

নয়াদিল্লি: গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট বা জিপিইউ তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পেলে আইআইটি দিল্লি। প্রতিষ্ঠানের ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গবেষকরা দেশের প্রথম কার্যকর ও প্রদর্শনযোগ্য স্বদেশি মাইক্রো-জিপিইউ তৈরি করেছেন। বর্তমানে ব্যবহৃত জিপিইউ-র ক্ষেত্রে ভারতের আমদানিনির্ভরতা রয়েছে। নতুন এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে দেশীয় গ্রাফিক্স ও প্রদর্শন-প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আইআইটি দিল্লির গবেষকদের দাবি, কোনও আইআইটি দিল্লির গবেষকদের দাবি, কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি কার্যকর ও প্রদর্শনযোগ্য স্বদেশি মাইক্রো-জিপিইউ হিসেবে এটিই প্রথম। প্রকল্পটির নেতৃত্ব দিয়েছেন এম-টেকের দুই পড়ুয়া নাম্মি আকাশ ও এম. রবি তেজা। তাঁদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক জয়দেবা ও অধ্যাপক কৌশিক সাহা। গবেষকদের তৈরি মাইক্রো-জিপিইউটি একটি বিশেষ ভাসমান-দশমিক গ্রাফিক্স প্রসেসর ব্যবস্থা। সম্পূর্ণ নকশাটি রেজিস্টার ট্রান্সফার ল্যান্ডয়েজের মাধ্যমে তৈরি করে স্পাটান-৭ ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে প্ল্যাটফর্মে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রোগ্রামযোগ্য গ্রাফিক্স রেন্ডারিং বা কম্পিউটার-নির্মিত ছবি ও দৃশ্য তৈরির প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা সম্ভব হয়েছে।

এই প্রযুক্তির সম্ভাব্য ব্যবহারও বেশ বিস্তৃত। শিল্প নিয়ন্ত্রণের প্রদর্শন ব্যবস্থা, কম খরচের মানব-যন্ত্র সংযোগ ব্যবস্থা, ই-রিকশার ড্যাশবোর্ড নেভিগেটর, ছোট মাছ ধরার

নৌকার অভ্যন্তরীণ জলপথ নেভিগেশন ব্যবস্থা এবং শিক্ষামূলক ই-বুক পাঠকের মতো বিভিন্ন স্বল্পমূল্যের সংযুক্ত যন্ত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে এটিকে সিলিকনভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট সমন্বিত বর্তনী বা প্রোগ্রামযোগ্য হার্ডওয়্যারেও রূপ দেওয়া সম্ভব বলে জানিয়েছে গবেষকদল। গবেষকদের পরবর্তী লক্ষ্য আরও উন্নত ৮ থেকে ১৬ কোরের ভেক্টর-ধাঁচের গ্রাফিক্স প্রসেসর তৈরি করা। এর সঙ্গে উন্নত কম্পাইলার এবং গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবস্থাও গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ৬৫ ন্যানোমিটার প্রযুক্তিতে অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট সমন্বিত বর্তনীর একটি পরীক্ষামূলক সংস্করণ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলছে।

গবেষকদের মতে, পরিণত ৬৫ ন্যানোমিটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংযুক্ত যন্ত্রের জন্য অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য দেশীয় গ্রাফিক্স চিপ তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। এর ফলে কম খরচের বিভিন্ন যন্ত্রে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি গ্রাফিক্স প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। অধ্যাপক জয়দেবা জানিয়েছেন, এই প্রকল্প স্বল্পমূল্যের এবং সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় কম্পিউটিং ব্যবস্থার জন্য স্বদেশি প্রোগ্রামযোগ্য গ্রাফিক্স হার্ডওয়্যারের গবেষণা ও শিক্ষাগত সম্ভাবনাকে সামনে এনেছে। অধ্যাপক কৌশিক সাহার মতে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে পড়ুয়ারা গাণিতিক হার্ডওয়্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও একসঙ্গে নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।



খাদ্যতদন্ত...